**ফল্গু বসুর দু'টি কবিতা**

## অরণ্যদেব

কল্যাণী, তোমাকে দেবো ছায়াঘর, দেবো অনিরুদ্ধ মেঘ
নিঃস্তব্ধ আগুন খুঁজে হন্যে হলেও কখনোই
আকাঙ্খা ছুঁয়ো না, গ্রামের বাড়ির কথা ভুলে যাও
সমস্ত প্রশ্নকে শীতোষ্ণ বুদ্বুদ ভাবো
আমাকেও ছাই মনে করো। প্রয়োজন ভুল হলে
দরকার শব্দটা বেছে নিই
ঘুড়ি ওড়ে, আবহাওয়া ম্লান হওয়া সত্ত্বেও
অপেক্ষা ফুরায়, নিরুপায় অঙ্ক মুছে ফ্যালে
গণিতের ঘাম। আমি ধ্বনিপাত্র পেয়ে যাই
অদ্ভুত শিশিরে চলো শ্বেতশঙ্খ
চলো কিছুক্ষণ অরণ্যদেবের সঙ্গে গল্প করে আসি।

## তুফান

যজ্ঞবণিকের সঙ্গে দ্যাখা হলো একদিন, অপরাহ্নের
নির্জন লোকালে। পরনে বিষণ্ন ধুতি, সাবেক ফতুয়া
স্পর্ধায় নতুন সেজে কথা বলছি নোয়াম চমস্কির ঢঙে
দ্রুত অর্থে দূর অত নয়; বাতাস বইছে আরো জোরে
আমি কি সত্যিই একা? সঙ্গে কেউ নেই?
মাতা পিতা ভাই বোন বউ মেয়ে বন্ধুবান্ধব কেউ সঙ্গে নেই?
বর্ণআধিপত্যবাদ আর ছোট ছোট ভুল
আমাকে পরীক্ষা করে বুঝেছে—শিল্পের লোক
অনুজ্জ্বল সময়যাপন নেশা, ঐক্যবোধহীন
এই অব্দি শুনে অতঃপর মায়াবন্দর স্টেশনে নেমেছি।

**তপন ভট্টাচার্য-এর দুটি কবিতা**

## সূর্যোদয়

পৃথিবীর শেষ প্রান্তে এই গ্রামখানি
মানচিত্রে আঁকা নেই; আমি থাকি,
সঙ্গে থাকে অন্য এক আমি—
নিশিরাতে গান গাই, সেই সুর ইথারে ইথারে
সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে স্বপ্নের সুড়ঙ্গপথ ধরে—
ফলে মানুষের সুখনিদ্রা আরো বেশি গাঢ় হয়।
অবয়বহীন আমি মানুষ ও সৃষ্টির মধ্যে, তবু
অন্যপূর্ব অবয়ব নিয়ে মরণের সাথে
দাবা খেলি চিতার আলোয়। জিতে যাই,
মৃত্যু তার ম্লান মুখ নিয়ে চলে যায় দিগন্তের পারে।

ভোর হয়, প্রারব্ধ কর্মযোগে মানুষ লিপ্ত হলে
আমার গ্রামের থেকে সাতরং আলো
হৃদয়গ্রাহ্য হ'য়ে মানুষের মর্মে চলে যায়।

## প্রার্থনা

আমায় শুশ্রূষা দাও
আমি দেব জীবনের চিরায়ত গান,
আমায় সবুজ করো
দেখাব কোথায় এক অতীন্দ্রিয় প্রাণ।
একটু যদি বৃষ্টি দাও
তোমায় লিখব ঐ জলপ্রপাতে—
তুমি যদি প্রকৃতই ঈশ্বরী আমার
এসো হাঁটি কবিতার পঙ্‌ক্তির সাথে।

**প্রাণেশ সরকার-এর দু'টি কবিতা**

## এক

আবার যদি শুরু থেকে শুরু করা যেত সব
নদী যদি নদীর মতোই থাকত! আর পথঘাট!
দিগন্ত যদি উধাও হয়ে না যেত আমাদের এই জনপদে!
সকালের বাজারে আগের মতো শরৎকালে শাপলা আসে না আর
রাস্তার ধারে দূর্বাঘাস ফুরিয়ে যাছে দ্রুত
চারপাশে এত ঘরবাড়ি, যন্ত্রযানের এত ঘর্ঘর।

এই যন্ত্রণার মধ্যেও রামঘাটের কথা মনে পড়ে
মন্দাকিনীর কথা, তুলসীদাসের কথা, আর প্রয়াগের পথে
সেই ফকিরের গলায় কবীরের ভজনের কথা মনে পড়ে।
মনে হয় ঠিক আছে সবকিছু ঠিকঠাকই আছে।

## দুই

রাত দিন সব এক হয়ে থাকে এসময়
আলো অন্ধকার সব এক হয়ে থাকে এসময়
এ এমন একটা সময় যখন আকাশে নতুন এক
আলো এসে দেখা দেয়। তেপান্তরের খবরও ঠিক
পৌঁছে যায় চিত্রশিল্পী আর ভাস্করের হৃদয়ে।
জলের উপরে ঢেউ, জলের গভীরে ঢেউ ধাক্কা মারে
নাবিকদের গোপন অ্যান্টেনায়। শিশুরা শিশুদের চুমু খায়
গোলাপেরা রঙে রঙে ফুটে ওঠে। মৌমাছি গুনগুন করে
এ এমন একটা সময় যখন কবি ছবি আঁকতে শুরু করে
আর চিত্রকর কবিতা লেখায় ডুবতে থাকে নিজের ভিতরে,
আরো ভিতরে।

**দেবাশিস সিংহ**

## মাহ্ ভাদর

কাব্যে সে সামান্য আছে লোকে বলে পচা ভাদ্রমাস
ধরায় দুকূলপ্লাবী নদী বয় রোদের উচ্ছ্বাস
মেঘশূন্য নীল দিনে ঝরে শুধু শেষ কদমের
কেশর অদ্ভুত গন্ধে ডাকে শের সুন্দরী বনের
মধ্যে মধ্যে জল কাদা আসে তবু মধুসন্ধানীরা
কাউকে টেনে নিয়ে যায় বুনোগন্ধ তরাসে মাঝিরা
যদিও বাড়িতে ফেরে ঋতু শেষে সে গ্রাম সুদূর
প্রতীক্ষায় জেগে থাকে মাহভাদ্রে যদি ফেরে
বখে যাওয়া আমার কুকুর...

## আবার পুরী সিরিজের উৎসর্গপত্র

কেবল পাতার শব্দে আমি কাল জেগেছি সন্ত্রাসে।
ভেবেছি সমস্ত দিন এত লেখা, এত প্রশ্ন, এ-কথন—
তারও পিছে কোটি কোটি চিহ্ন-তীর শস্যের শিখরে
উঠেছে চাষের গান, স্বপ্নে-দেখা মায়ের মতন।

আজ বসে আমি ভোরবেলা রৌদ্রে ও হিমসকালের
আবরণ উদ্‌ঘাটনে। এ-প্রহর বাজে না চকিতে—
কেবলই বুকের তলে ক্ষয়ে যায় অজ্ঞান, অলক্ষ্য যাত্রায়
হলুদ পাতার ঝড়ে নেমে-আসা বাৎসরিক শীতে।

অথবা পূর্বে এসে দাঁড়িয়েছি। খামারের লোহার শিকল
অব্যবহৃত তাই খোলে না— বা খুলিনি কি ভুলে
অথবা শিশির তাকে এতদূর গ্রাস করে— দৃষ্টির অতল

সীমাহীন কুয়াশায় তেমনই উঠেছ কেউ আমার মতন—
ভয়ে, দুঃখে, মায়ের হাসির শব্দে। দুয়ার না খুলে
শুনেছ সমস্ত দিন নীলিমায় গৃধিনীর অনন্ত পতন।

**তপন ভট্টাচার্য**

## কাকচক্ষু

নপুংসক জ্ঞানে তাকে পুজো শ্রদ্ধা করি,
সে আমার মনে আজ বড় দাগা দিল।

অপাত্রে রেখেছি প্রেম স্থির বিশ্বাসে,
বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, প্রেম বহুদূর...

আজ ঘুরি পথে পথে, বন্ধু বাটপার—
মুদ্রারাক্ষস— সেও ঘুম কেড়ে নিল।

সাত পাঁচ ভেবে যেই সন্ন্যাস নিলাম
গুরুর কৃপায় দেহ পক্ষীরূপ ধরে।

দেশে দেশে ঘুরি তাই বায়স আকারে,
কাক চক্ষু দিয়ে দেখি কত গুণীজন
সক্রিয় কেলি করে লাল পদ্ম-হ্রদে,
সম্মোহিত জনগণ বলে 'বাহা বাহা...'

**বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী**

## ডিহিবাংলার কথকতা
### ৫৯

তোমার তাপসরূপে সম্মোহিত আমি
কোন্ সে মানসসূত্রে বেঁধে রাখছ তুমি
তার সর্বত্র সমানুষঙ্গ অতিরেক বিনা
টানছে আমায়, তারা আর নক্ষত্রের গুণাকারে
সব খণ্ড জুড়তে বসেছে— ভাগে ভাগে যত স্বস্তি,
যত কষ্ট, যত আকার ও নিরাকার
জুড়ে জুড়ে এই পিণ্ডাকার উপস্থিতি
তোমার সম্মুখে— তুমি সেটা হাতে নিয়ে
উল্টে পাল্টে দেখছ কোনো খুঁত আছে কিনা!

আর তখনই চোখে পড়ল সবটাই
আপাত-নিটোল বলে মনে হচ্ছে তবু
আরও নতুন নতুন সব পবিত্র খুঁতের ফোঁটা
লেগে যাচ্ছে মূর্ত ঐ বিমূর্তের গায়ে
তোমার তাপসরূপ শেষাবধি বিমূর্তই হল।